Ethical Trading Initiative

For workers' rights.
For better business.

ফ্লিপচার্ট ৪

নারী-পুরুষ সমতাভিত্তিক কর্মপরিবেশ তৈরি

যৌন হয়রানি অভিযোগগ্রহণকারী কমিটি

Joint Ethical Trading Initiative

Laudes Foundation

যৌন হয়রানি বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্টের দিকনির্দেশনা

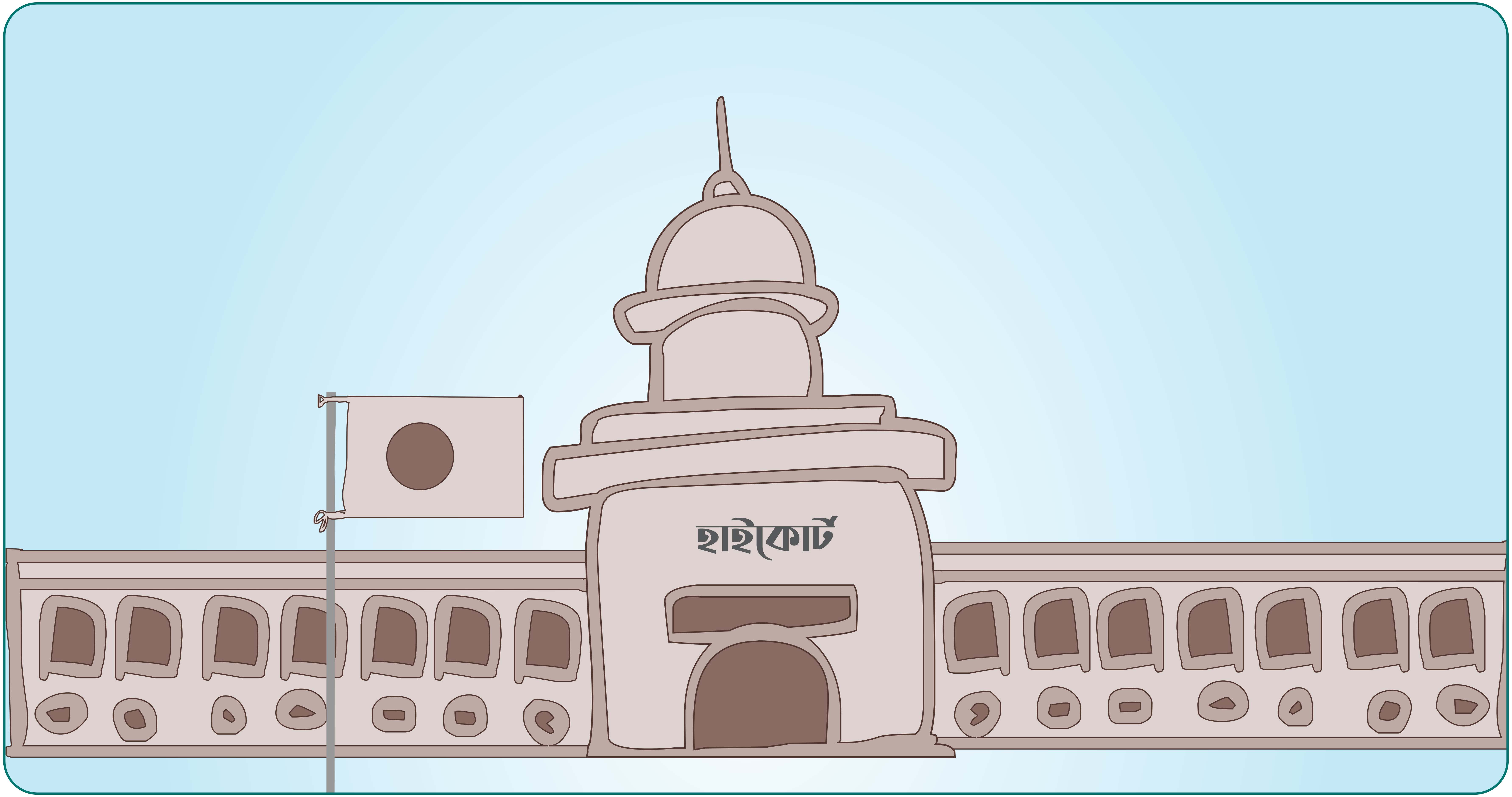

যৌন হয়রানি বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্টের দিকনির্দেশনা

দেশে যৌন হয়রানির ঘটনা খুব বেড়ে যাওয়ায় হাইকোর্ট বিভাগ গত ১৪ মে ২০০৯ একটি গুরুত্বপূর্ণ রায় দেন। ওই রায়ে হাইকোর্ট বিভাগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ সকল সরকারি, বেসরকারি, আধা-সরকারি অফিস এবং সব ধরনের প্রতিষ্ঠানে নারীর প্রতি যৌন হয়রানি ও নির্যাতন বন্ধে দিকনির্দেশনা দেন।

রায়ে বলা হয়, এ দিকনির্দেশনার ভিত্তিতে জাতীয় সংসদে আইন পাস করতে হবে। তবে আইন না হওয়া পর্যন্ত এ দিকনির্দেশনাটিই সংবিধানের ১১১ ধারা মতে আইন বলে গণ্য হবে।

জারি করা দিকনির্দেশনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো :

- যৌন হয়রানি ও তার কুফল সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা;
- যৌন হয়রানিকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ নির্ধারণ করা;
- যৌন হয়রানি বন্ধে দেরি না করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়াকে উৎসাহিত করা।

মহামান্য হাইকোর্টের দেওয়া যৌন হয়রানির সংজ্ঞা

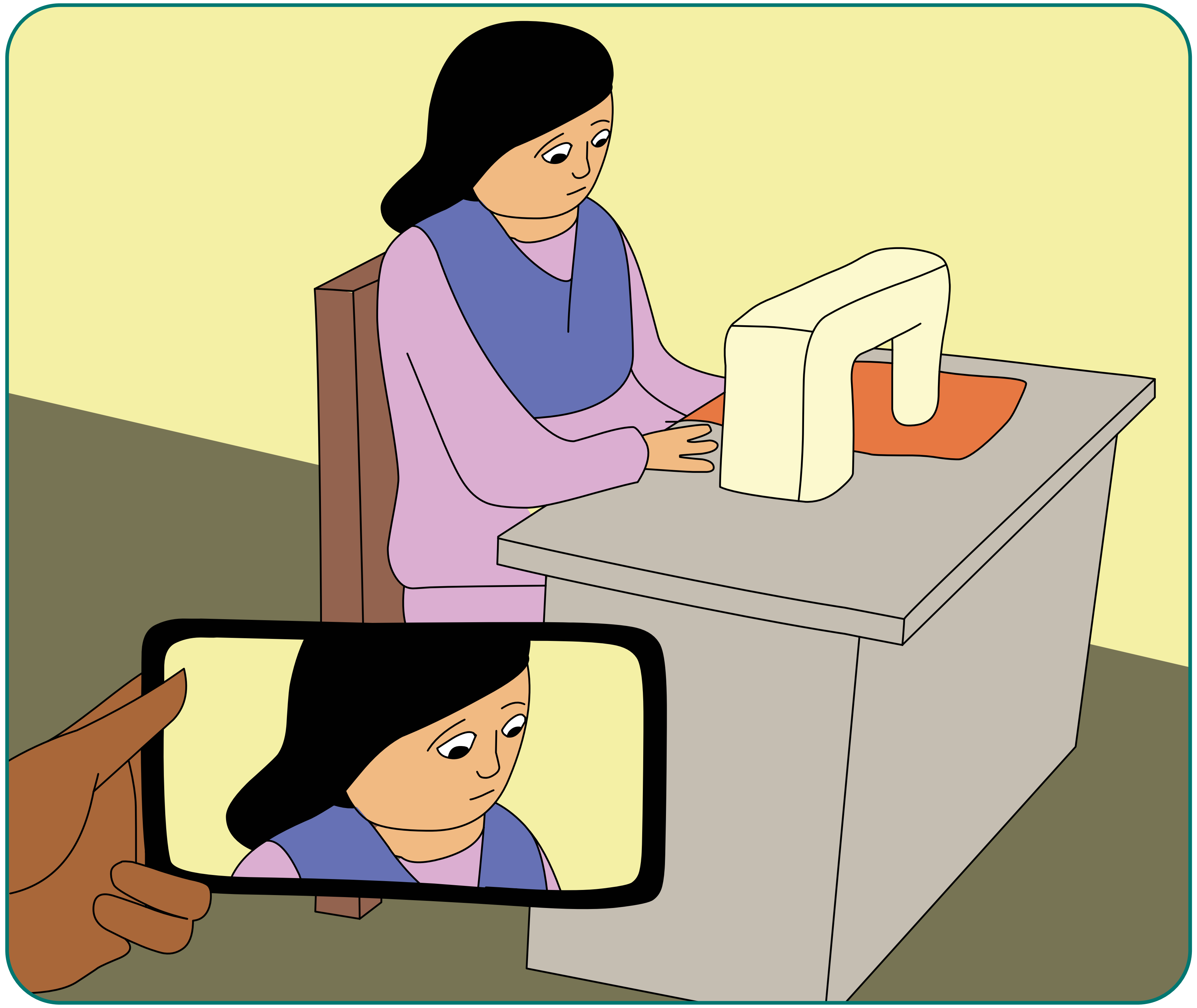

Ethical Trading Initiative
For workers' rights.
For better business.

মহামান্য হাইকোর্টের দেওয়া যৌন হয়রানির সংজ্ঞা

হাইকোর্ট বিভাগের রায় অনুযায়ী যৌন হয়রানি বলতে বোঝায় :

ক. ইচ্ছার বিরুদ্ধে যৌন আবেদনমূলক ব্যবহার (সরাসরি কিংবা ইঙ্গিতে), যেমন শরীরে হাত দেওয়া বা এ ধরনের চেষ্টা;
খ. পদমর্যাদা বা ক্ষমতা ব্যবহার করে কারো সাথে যৌন সম্পর্ক তৈরির চেষ্টা;
গ. যৌন হয়রানি বা নিপীড়নমূলক কথা বলা;
ঘ. যৌন সুযোগ লাভের জন্য অবৈধ আবেদন;
ঙ. অশ্লীল ছবি বা ভিডিও দেখানো;
চ. যৌন আবেদনমূলক কথা বলা বা ভঙ্গি করা;
ছ. অশালীন ভঙ্গি, অশালীন ভাষা বা কথার মাধ্যমে উত্ত্যক্ত করা;
জ. কারো পিছু নেওয়া বা অশালীন উদ্দেশ্য পূরণে গোপনে কাছাকাছি যাওয়া;
ঝ. যৌন ইঙ্গিতমূলক ভাষা ব্যবহার করে ঠাট্টা বা টিটকারি করা;
ঞ. চিঠি, টেলিফোন, মোবাইল, মেসেজ, ছবি, নোটিশ, কার্টুন, বেঞ্চ, চেয়ার, টেবিল, নোটিশ বোর্ড, অফিস, ফ্যাক্টরি, ক্লাসরুম বা বাথরুমের দেয়ালে যৌন ইঙ্গিতমূলক অপমানজনক কিছু লেখা;
ট. খারাপ উদ্দেশ্য পূরণে বা চরিত্রে কলঙ্ক লাগাতে ছবি তোলা বা ভিডিও করা;
ঠ. যৌন হয়রানির মাধ্যমে খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, অফিস ও চিকিৎসার কাজে অংশ নিতে না দেওয়া;
ড. প্রেমে ব্যর্থ হয়ে হুমকি বা চাপ দেওয়া;
ঢ. ভয় দেখিয়ে বা মিথ্যা কথা বলে বা প্রতারণার মাধ্যমে যৌন সম্পর্ক তৈরি বা তৈরির চেষ্টা।

যৌন হয়রানি অভিযোগগ্রহণকারী কমিটি

যৌন হয়রানি অভিযোগগ্রহণকারী কমিটি

- মহামান্য হাইকোর্টের দিকনির্দেশনা অনুযায়ী অভিযোগগ্রহণ, তদন্ত পরিচালনা এবং সুপারিশ করার জন্য সরকারি-বেসরকারি সকল কর্মক্ষেত্রের কর্তৃপক্ষ কমিটি গঠন করবেন;
- প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি করে কমিটি গঠন করতে হবে, যার বেশির ভাগ সদস্য হবেন নারী। সম্ভব হলে কমিটির প্রধানও হবেন একজন নারী;
- কমিটির দুইজন সদস্য বাইরের অন্য প্রতিষ্ঠান থেকে নিতে হবে, যে প্রতিষ্ঠান নারী-পুরুষ সমতা প্রতিষ্ঠা ও যৌন নির্যাতন বন্ধে কাজ করে;
- যৌন হয়রানি অভিযোগগ্রহণকারী কমিটি ফ্যাক্টরি কর্তৃপক্ষের কাছে কমিটির কাজ সম্পর্কে বছরে একবার রিপোর্ট পেশ করবে।

যৌন হয়রানি অভিযোগগ্রহণকারী কমিটির কাছে অভিযোগ করা

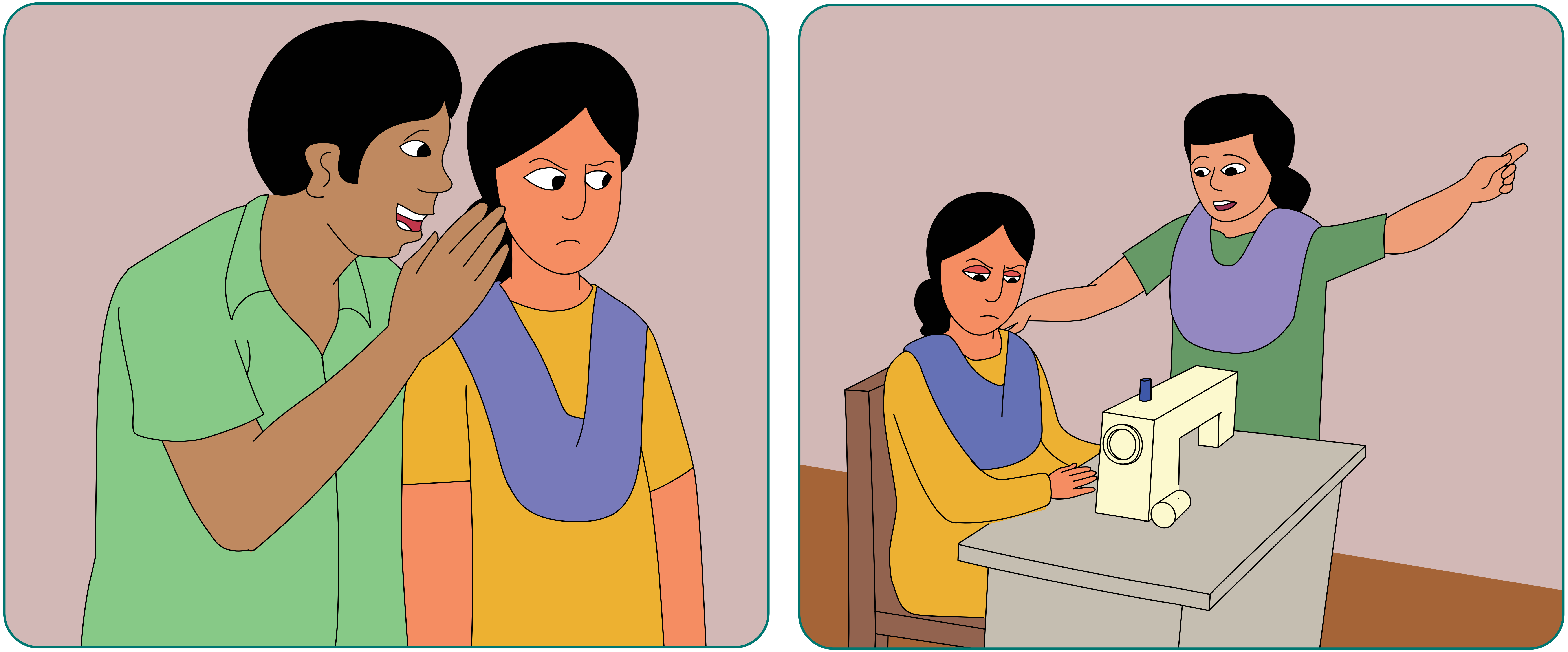

যৌন হয়রানি অভিযোগগ্রহণকারী কমিটির কাছে অভিযোগ করা

- যৌন হয়রানি বা নির্যাতনের শিকার যে কোনো ব্যক্তি সাধারণভাবে ঘটনা ঘটার পরে ছুটি বাদ দিয়ে ৩০ দিনের মধ্যে যৌন হয়রানি অভিযোগগ্রহণকারী কমিটির কাছে অভিযোগ করতে পারবেন;
- অপরাধের শিকার ব্যক্তি নিজে অথবা তার কোনো আত্মীয়, বন্ধু অথবা আইনজীবীর মাধ্যমে কিংবা চিঠি পাঠিয়ে কমিটির কাছে অভিযোগ করতে পারবেন;
- অভিযোগকারী আলাদাভাবে যৌন হয়রানি অভিযোগগ্রহণকারী কমিটির নারী সদস্যের কাছেও অভিযোগ জানাতে পারবেন।

যৌন হয়রানি অভিযোগগ্রহণকারী কমিটির দায়দায়িত্ব ও কাজের পদ্ধতি

যৌন হয়রানি অভিযোগগ্রহণকারী কমিটির দায়দায়িত্ব ও কাজের পদ্ধতি

- লঘু হয়রানির ক্ষেত্রে কমিটি উভয়পক্ষের মত নিয়ে অভিযোগের নিষ্পত্তি করবে ও ফ্যাক্টরি কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট দেবে;
- অন্য সব ক্ষেত্রে কমিটি বিষয়টি তদন্ত করবে এবং রেজিস্ট্রি করা চিঠির মাধ্যমে উভয়পক্ষ এবং সাক্ষীদের নোটিশ পাঠানো, শুনানি করা এবং তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ করার পাশাপাশি সকল দলিল ও আনুষঙ্গিক প্রমাণ দেখবে;
- সাক্ষ্য নেওয়ার সময় কমিটি ইচ্ছাকৃতভাবে অপমানজনক ও হয়রানিমূলক প্রশ্ন করবে না;
- ঠিকভাবে কাজ করতে ফ্যাক্টরি কর্তৃপক্ষ কমিটিকে সব ধরনের সহযোগিতা দিতে বাধ্য থাকবেন;
- অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত কমিটি অভিযোগকারী ও অভিযুক্তের পরিচয় গোপন রাখবে ও অভিযোগকারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে;
- অভিযোগকারী যদি অভিযোগ তুলে নিতে চান বা তদন্ত বন্ধের দাবি জানান তাহলে এর কারণ তদন্ত করে রিপোর্টে উল্লেখ করতে হবে;
- কমিটি ৩০ দিনের মধ্যে সুপারিশসহ তদন্ত প্রতিবেদন ফ্যাক্টরি কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেবে, প্রয়োজনে এ সময়সীমা ৬০ দিন পর্যন্ত বাড়ানো যাবে।

যৌন হয়রানির অভিযোগ প্রমাণিত হলে ব্যবস্থা গ্রহণ

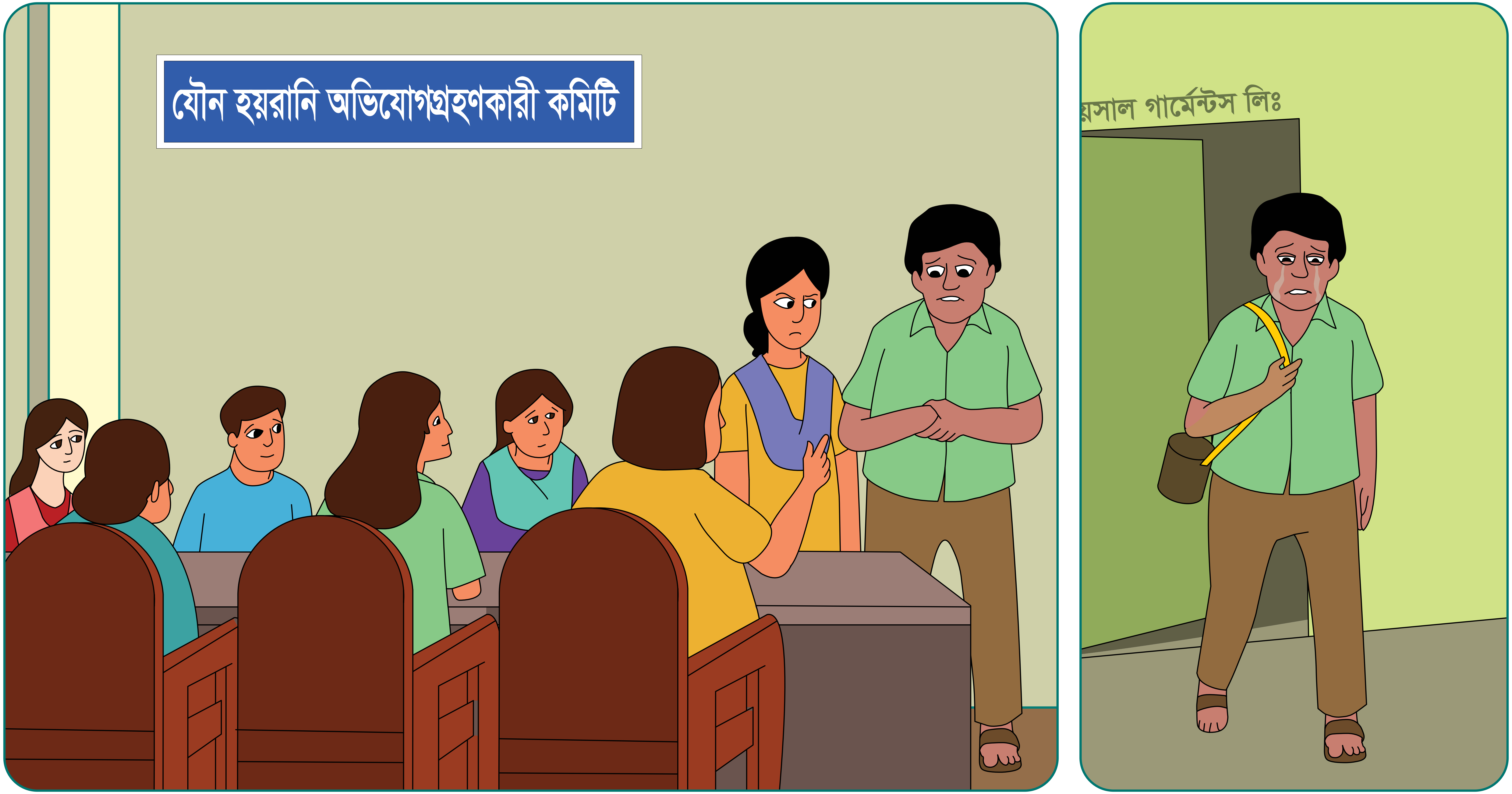

যৌন হয়রানির অভিযোগ প্রমাণিত হলে ব্যবস্থা গ্রহণ

- ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা অভিযোগ করা হয়েছে প্রমাণিত হলে যৌন হয়রানি অভিযোগ্রহণকারী কমিটি অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করবে;
- তদন্ত চলাকালে যৌন হয়রানি অভিযোগ্রহণকারী কমিটির সুপারিশ মতে কর্তৃপক্ষ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করতে পারবেন;
- অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হলে কর্তৃপক্ষ সেটিকে খারাপ আচরণ হিসেবে গণ্য করে ৩০ দিনের মধ্যে ফ্যাক্টরির বিধি মোতাবেক তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন;
- প্রচলিত আইনে অভিযুক্ত আচরণটি ফৌজদারি অপরাধ তথা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হলে ফ্যাক্টরি কর্তৃপক্ষ বিচারের জন্য বিষয়টি উপযুক্ত আদালতে পাঠাবেন।

Ethical Trading Initiative

For workers' rights.
For better business.

যৌন হয়রানি অভিযোগগ্রহণকারী কমিটি কেন প্রয়োজন

যৌন হয়রানি অভিযোগগ্রহণকারী কমিটি কেন প্রয়োজন

- সকল প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি ও নির্যাতন বন্ধে যৌন হয়রানি অভিযোগগ্রহণকারী কমিটি গঠন করতে মহামান্য হাইকোর্ট নির্দেশনা দিয়েছেন;
- কোনো ফ্যাক্টরি আইনের নির্দেশ মানে কি না তা বোঝার একটি নির্দেশক হলো যৌন হয়রানি অভিযোগগ্রহণকারী কমিটি থাকা, যেখানে সরকার ও বায়াররা আইনের নির্দেশ মেনে চলা ফ্যাক্টরিকে বেশি গুরুত্ব দেয়;
- যৌন হয়রানি অভিযোগগ্রহণকারী কমিটি ফ্যাক্টরির শ্রমিক ও অন্যান্য কর্মীকে যৌন হয়রানি ও নির্যাতন এবং তার শাস্তি সম্পর্কে তথ্য দিয়ে সচেতন করতে পারে;
- যৌন হয়রানি বিষয়ে অভিযোগগ্রহণের জন্য নির্দিষ্ট কমিটি থাকলে হয়রানির শিকার ব্যক্তি নিয়মমাফিক কমিটির কাছে বিচার চাইতে পারেন;
- কমিটি যৌন হয়রানি ও নির্যাতন বন্ধ করে ফ্যাক্টরির কাজের পরিবেশকে নারী-পুরুষ সহযোগিতামূলক করে তোলায় ভূমিকা রাখতে পারে;
- যৌন হয়রানি অভিযোগগ্রহণকারী কমিটি থাকলে বিশেষ করে নারী শ্রমিকরা যৌন নিরাপত্তার অভাবে ভোগেন না;
- কমিটির কাজের মাধ্যমে ফ্যাক্টরি যৌন হয়রানি ও নির্যাতনমুক্ত হয়ে উঠলে শ্রমিকদের মধ্যে ক্ষোভ ও অসন্তোষ কমে, তাতে ফ্যাক্টরির উৎপাদনের পরিমাণ ও মুনাফা বাড়ে।

যৌন হয়রানি অভিযোগগ্রহণকারী কমিটিকে কার্যকর করায় আমাদের দায়িত্ব

Ethical Trading Initiative
For workers' rights.
For better business.

যৌন হয়রানি অভিযোগগ্রহণকারী কমিটিকে কার্যকর করায় আমাদের দায়িত্ব

- যৌন হয়রানি ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে সচেতন করতে এবং অভিযোগগ্রহণকারী কমিটির কাজ সম্পর্কে জানাতে কোনো সভা ডাকা হলে তাতে উপস্থিত থাকা;
- কমিটির নারী-পুরুষ সকল সদস্যকে সমান দৃষ্টিতে দেখা ও সমান মর্যাদা দেওয়া;
- কমিটির সদস্যদের, বিশেষ করে নারী সদস্যদের বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে শোনা;
- অভিযোগকারী, অভিযুক্ত, সাক্ষী বা সাধারণ শ্রমিক যে হিসেবেই হোক না কেন, জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কমিটিতে তলব করা হলে সময়মতো হাজির হওয়া ও সঠিক তথ্য দেওয়া;
- যৌন হয়রানি ও নির্যাতন বন্ধে কমিটি বা ফ্যাক্টরি কর্তৃপক্ষ কোনো দায়িত্ব দিলে তা গুরুত্বের সাথে পালন করা;
- কমিটি ও তার কাজ সম্পর্কে নিজে ভালো করে জেনে ফ্যাক্টরির অন্যদের জানানো;
- নিজ নিজ অবস্থান থেকে কমিটির কাজে সব ধরনের সহযোগিতা দেওয়া।

Ethical Trading Initiative
For workers' rights.
For better business.

ফ্লিপচার্ট ব্যবহারের নিয়মাবলি

১. ফ্লিপচার্ট ব্যবহার করার আগে অংশগ্রহণকারীদের মানসিকভাবে তৈরি করে নিতে হবে এবং এই চার্ট দেখানোর উদ্দেশ্য সংক্ষেপে বর্ণনা করতে হবে;

২. ফ্লিপচার্ট অংশগ্রহণকারীদের সামনে উপস্থাপন করার পূর্বে প্রশিক্ষককে অবশ্যই তা ভালোভাবে আত্মস্থ করে নিতে হবে। অংশগ্রহণকারীদের সামনে দেখে দেখে পড়লে তা ভালো দেখাবে না;

৩. ফ্লিপচার্টটি এমনভাবে প্রদর্শন করতে হবে যাতে অধিকাংশ অংশগ্রহণকারী তা দেখতে পান;

৪. উপস্থাপনার সময় ফ্লিপচার্টের কোনো অংশ যাতে কোনোকিছু দিয়ে ঢাকা না থাকে তা খেয়াল রাখতে হবে;

৫. সাধারণত ফ্লিপচার্টের এক পিঠে ছবি এবং অন্য পিঠে আলোচ্য বিষয়ের বর্ণনা থাকে। প্রথমে ছবি দেখিয়ে নিচের প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে আলোচনা এগিয়ে নিন এবং সেই আলোচনার সূত্র ধরে বক্তব্য উপস্থাপন করুন;
- ছবিতে আমরা কী দেখছি?
- সেটা দেখে কী বুঝতে পারছি?
- আমাদের চারপাশে কি এরকম ঘটনা ঘটে?
- এসব ক্ষেত্রে আমরা কী করি?
- এসব ক্ষেত্রে আমাদের কী করা উচিত?

৬. প্রশিক্ষক অংশগ্রহণকারীদের একে একে আলোচ্য বিষয়ের উপর মতামত প্রদান করার সুযোগ করে দেবেন। যারা আলোচনায় কম অংশগ্রহণ করছেন প্রশিক্ষক কৌশলে তাদের আলোচনায় নিয়ে আসবেন;

৭. যদি মাটিতে বা মেঝেতে বসে ফ্লিপচার্ট ব্যবহার করা হয় তাহলে সেটিকে একটু উপরে ধরতে হবে;

৮. ফ্লিপচার্টের এক পৃষ্ঠার ছবির উপর আলোচনা শেষ না হলে অন্য পৃষ্ঠায় যাওয়া উচিত নয়;

৯. ছবি দেখানো বা আলোচনা করার সময় কোনোভাবেই তাড়াহুড়া করা উচিত নয়। এতে অংশগ্রহণকারীদের আলোচনায় মনোযোগ রাখা কঠিন হবে;

১০. ফ্লিপচার্টের শিখনবার্তা পড়ে শোনানোর জন্য প্রশিক্ষক প্রয়োজনে অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে কাউকে অনুরোধ করতে পারেন;

১১. সম্পূর্ণ ফ্লিপচার্টটি উপস্থাপন করার পর প্রশিক্ষক আলোচনার সারসংক্ষেপ করবেন।

*এই প্রকাশনায় ব্যবহৃত তথ্য ও উপাত্তের দায়ভার দাতাসংস্থার নয়।

Joint Ethical Trading Initiative

Laudes Foundation

প্রকাশনা:
এথিক্যাল ট্রেডিং ইনিশিয়েটিভ বাংলাদেশ
বাড়ি- ১৭/বি, রোড- ১২৬, গুলশান- ১, ঢাকা, বাংলাদেশ।
ফোন: +৮৮০২ ৯৮৪১৭৫২
ই-মেইল: etibangladesh@etibd.org
ওয়েবসাইট: www.ethicaltrade.org